ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব হোসেন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন ভেড়ামারা সাতবাড়ীয়া খাঁনপাড়া এলাকার মতলেবের ছেলে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) আল বেরুনী জানান, রাতে ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে অটোরিক্সার সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

দর্শনা কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন ও তার বন্ধুদের সহযোগিতায় ২৩০ টি পরিবারের মাঝে গতকাল রবিবার রাতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন বলেন

বর্তমান বিশ্বে করোনা ভাইরাস গভীর ভাবে হানা দিয়েছে। অন্যন্য দেশের মতো আমাদের বাংলাদেশেও এই করোনা ভাইরাস হানা দিয়েছে, যার কারণে সরকার বাংলাদেশের সব জায়গায় লকডাউন করে দিয়েছে ফলে অনেকে কর্মহীন হয়ে গেছে। অনেক গরীব অসহায় পরিবার আছে যারা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

এজন্য মানুষ মানুষের জন্য এটি চিন্তা করে আমি নিজে এবং বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাজের ২৩০ জন কর্মহীন ও অসহায় মানুষদের মাঝে ঈদ পূর্ব সামান্য সাহায্য প্রদান করেছি আমার বন্ধুদের সহযোগিতায়।

প্রতিটি প্যকেটে ছিল চাল ৫ কেজি, ডাল ১ কেজি, আলু ১ কেজি, তেল ১ লিটার, পেঁয়াজ ১ কেজি, লবণ ১ কেজি, চিনি হাফ কেজি, সেমাই এক প্যাকেট ও একটা সাবান।

আয়োজনটা আমি এবং আমার বন্ধুদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে পেরে এবং কর্মহীন ও অসহায় গরীব মানুষকে সাহায্য করতে পেরে আনন্দিত, সেই সাথে সমাজের সকল বিত্তবান শ্রেণির মানুষের কাছে আবেদন আপনারা এগিয়ে আসুন তাহলেই আমরা এই সংকট ময় যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার

স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত

ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও

সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি

কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা দম্পত্তি সুস্থ্য হয়ে বাড়ি

ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা করোনা আক্রান্ত দম্পত্তি ৫বছরের শিশু কন্যাসহ সুস্থ্য হয়ে বাড়ি ফিরেছে। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসায় নির্ধারিত আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়পত্র দিয়ে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে হাসপাতাল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

করোনাজয়ী রোগীরা হলেন- কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার বাসিন্দা তছিকুল ইসলাম (৩১,) স্ত্রী শিল্পী বেগম (২৪) ও শিশুকন্যা ফাতেমা খাতুন (০৫)।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. তাপস কুমার সরকার বলেন, করোনাক্রান্ত এই দম্পতিদের নিয়ে আমরা একটা বিব্রত পরিস্থিতির মুখে পড়েছিলাম। ঢাকার কামরাঙীরচরে থাকতেন এই তছিকুল-শিল্পী দম্পত্তি ও ৫বছর বয়সী শিশু কন্যা ফাতেমা। এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে এই দম্পত্তি কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ নিয়ে অসুস্থ্য হয়ে পরেন। পরে তারা ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আইডিসিআর ল্যাবে প্রেরণ করেন এবং বাসায় গিয়ে সাবধানে কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ২৩ এপ্রিল বৃহষ্পতিবার বিকেলে তাদের ভাইরাস পজিটিভের সংবাদ জানার পর সেখান থেকে পালিয়ে বাড়ি আসার পথে ওই রোগীদের ২৪এপ্রিল শুক্রবার সন্ধায় রাজবাড়ী থেকে

উদ্ধার করে স্বাস্থ্য বিভাগ ও রাজবাড়ী সদর থানা পুলিশ। পরে রোগীদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, করোনাক্রান্ত এই পরিবারের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে কুষ্টিয়ার চিকিৎসকরা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে যুদ্ধ জয় করেছেন। দীর্ঘ ১৬দিন ওই দম্পতিকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারা ধীরে ধীরে সুস্থ্য উঠার পর আমরা কেএমসিএইচের পিসিআর ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা করে নেগেটিভ নিশ্চিত হয়েই আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, গত এপ্রিল থেকে এখন অবধি কুষ্টিয়াতে ২০ জন করোনা আক্রান্ত পজিটিভ রোগী শনাক্ত ও তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তোলা হয়েছে। শনিবার সর্বশেষ এই তিনজন রোগীর ছাড়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে আইসোলেশন ওয়ার্ডে আর কোন করোনাক্রান্ত রোগী নেই বলেও জানালেন তিনি।

গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয় তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন

ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

করোনা পরিস্থিতিতে মেহেরপুর জেল থেকে মুক্তি পেলেন ১০ কয়েদি

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মেহেরপুরের ১০ জন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে আজ শনিবার ৫ জনকে মেহেরপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ৫ জনের জরিমানা থাকায় জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার শরিফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত

করেছেন। তিনি জানান, ১মাস থেকে ১ বছর মেয়াদী সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে থেকে যাদের আচরণ ভাল ছিল এমন দশ জনের একটি তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সকলকেই মুক্তি দেওয়ার নির্দেশনা দেয়। সে মোতাবেক তাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলা সুপার এ এস এম কামরুল হুদা স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। মুক্তি প্রাপ্ত ১০ জনই মাদক মামলার আসামী।

যে সব আসামীদের মুক্তি দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ তারা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী থানার শিশিরপাড়ার মৃত মোজাম এর ছেলে তোতা (৩৮)। গাঁজা নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে চলতি বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ১ মাস ১৯ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার-৬৯৭৫, জিআর মামলা নং-৩০৬/১৪।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাঁদপুর গ্রামের আবু জাফরের ছেলে মিজানুর রহমান(৩৪)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নাম্বার- ৬৯৯৮, মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার চাদপুর গ্রামের মৃত আকালী মন্ডলের ছেলে পলান(৩৬)। গাঁজা বহনের দায়ে চলতি বছরের ৩ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৬ দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৭ মোবাইল কোর্ট মামলা নং-২৭/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুল কাদের এর ছেলে লাভলু হোসেন। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৫ মোবইল কোর্ট মামলা নং ১৪/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার সাহেবনগর গ্রামের মৃত বদর উদ্দিন শেখ এর ছেলে মোয়াজ্জেল শেখ। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ২৮ মার্চ ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড হয়। সে ৩দিন কারাভোগ করেছিল। কয়েদি নং-৬৯৯৬ মোবাইল কোর্ট নং- ১৩/২০২০।

জরিমানা পরিশোধের পর যে ৫ জন আসামীকে মুক্ত করা হবে তারা হলেন,

মেহেরপুর মুজিবনগর থানার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত আদম মন্ডলের

ছেলে মনোয়ার হোসেন মন্টু(৫৫)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৭০০০ মোবাইল কোর্ট নং- ৮১/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার মোনাখালী গ্রামের বাশার আলীর ছেলে শাহিন(২৪)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ৩১ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৯৯, মোবাইল কোর্ট নং- ৮০/২০২০।

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বল্লবপুর গ্রামের সত্যেন মন্ডল এর ছেলে মংলা মন্ডল(৫০)। গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং- ৬৯৭১, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০২/২০২০ মেহেরপুরের মুজিবনগর থানার বাগোয়ান গ্রামের মৃত পঞ্জত আলী শেখ এর ছেলে রহিম শেখ (৫৫)।

গাঁজা সেবন ও নিজ হেফাজতে রাখার দায়ে গত ১২ মার্চ ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫’শ টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৮২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ০৮/২০২০।

মেহেরপুরের গাংনী থানার কাজিপুর খন্দকার পাড়ার সামসুল হকের ছেলে আনিসুল রহমান টগলু (৩৫)। মাদক সেবন প্রয়োগ এর দায়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কয়েদি নং-৬৯৯২, মোবাইল কোর্ট মামলা নং- ১৩/২০২০।

কোটচাঁদপুরে নারায়নগঞ্জ ফেরত ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নতুন করে আরও ২ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আ শনিবার সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ সেলিনা বেগমের বরাদ দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।